R. N. No. 1532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

"শিব ব্রাণ্ড" খাঁটি সরিষার তেল ১০০% বিশুদ্ধ।
প্রস্তুতকারক :
শিব-আ-অয়েল
সাজুর মোড় ★ দফাহাট
মুর্শিদাবাদ
ফোন : ০৩৪৮৫-২৬২০১১, ২৬৩৮৮৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ | ১০ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৩রা শ্রাবণ, বুধবার, ১৪১২ সাল। ২০শে জুলাই, ২০০৫ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা। বার্ষিক : ৫০ টাকা

সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে পুর এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে মোট ৫৩ শতক ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জায়গার ওপর জোরজবরদস্তি পুরসভার দু' নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি নির্মিত হচ্ছে। ঐ জায়গার প্রকৃত মালিক ৺নবগোপাল ধরের দুই মেয়ে জ্যোৎস্নাময়ী বড়াল ও শান্তিময়ী বন্ধন। এ প্রসঙ্গে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর শান্তা সিংহের বক্তব্য, এলাকায় গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারি— সরকারী খাস দেখিয়ে জমিটি জবরদখল করা হয়েছে। তিনি জানান, এই বিদ্যালয় গৃহ তৈরীর জন্য রঘুনাথগঞ্জ ১ নং অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মোশাররফ হোসেনের কাছে কিছু দিন আগে দেড় লক্ষ টাকার চেক আসে। তিনি ওয়ার্ড এডুকেশন কমিটির সম্পাদক নরেন রায়কে টাকাটা দিয়ে দেন। একই ভাবে নরেনবাবু ঐ টাকা ২ নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অসীম সাহাকে বুঝিয়ে দেন। উল্লেখ্য, এই কাজের কোন প্ল্যান বা এস্টিমেট কিছুই করা হয়নি। কোন সিডিউল নাই। ছয় নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলরের ভাই এবং বর্তমান কাউন্সিলরের দেওর জাফর সেখ (শেষ পৃষ্ঠায়)

ছাত্রের বেয়ারাপনা বন্ধে শাসন করায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রকে দিয়ে কেস

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের বোখারা হাজী জুবেদ আলি বিদ্যাপীঠে শিক্ষার পরিবেশ দিনের দিন হারিয়ে যাচ্ছে। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবদুল হামিদ এক বেয়াদব ছাত্রকে শাসন করার জন্য ঐ ছাত্রটি মাষ্টার মশায়ের বিরুদ্ধে কেস করে। এতে নাকি ইন্ধন দেন স্কুলেরই কয়েকজন শিক্ষক। অন্যদিকে ঐ স্কুলের সহ শিক্ষক আশাদুল্লা সেখের ভগ্নীপতি প্রধান শিক্ষকের দাবীদার হয়ে শেষে স্ক্রুটিনিতে বাদ পড়ে যান। তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। এই পরিস্থিতিতে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি আবদুল হামিদকে প্রধান শিক্ষকের পদে বসান। কিন্তু দু' বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও ম্যানেজিং কমিটি প্রধান শিক্ষকের পদ অনুমোদন করাতে পারেন নি। এছাড়া পাল্টা বদলা নিতে আবদুল হামিদ, আশাদুল্লা ও আবদুল কালামের নামে বি, এন মন্ডল ইউনিভারসিটি থেকে এম, এ করার জন্য তাঁদের (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুর কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় ফেরী পারাপারে আশঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রবল বর্ষণের ফলে ভাগীরথীর জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ পারে নদীর ধারের বসতিগুলির কিনারা এখন জলপূর্ণ। বর্তমানে সদরঘাটে ও গাড়ীঘাটে যাত্রী পারাপার দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। সদরঘাটে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জেটি ফেরিঘাট ঠিক করার বন্দোবস্ত পুরসভা নেয়নি। নিলাম ইস্তাহারকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দু' লক্ষ টাকা পাওনা সত্ত্বেও পূর্বতন ইজারাদারকে পুনরায় ঘাট দিয়ে স্বজনপোষণের নজির সৃষ্টি করেছে বলে পুর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। একরারনামা সম্পাদনের সময় কি জঙ্গিপুর সদরঘাটে চারটে ফরাস ছাড়া পরিষেবার আর কিছু থাকবেনা উল্লেখ ছিল। গাড়ীঘাটে একটিমাত্র ফেরি নৌকায় নিয়ম-বহির্ভূতভাবে প্রচুর সংখ্যক যাত্রী বোঝাই করে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার ভরা বরষায় যাত্রীদের উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। অনেকে মহকুমা শাসকের দারস্থ হওয়ার কথা ভাবছেন।

৬৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিদ্যালয়ে দু' জন শিক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা শিক্ষাচক্রের খোদাবন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাবে অচলাবস্থা শুরু হয়েছে। খবরে প্রকাশ, এই বিদ্যালয়টি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যায় জেলার মধ্যে প্রথম। জুন মাস পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬৩০ জন অথচ শিক্ষক সংখ্যা মাত্র দু' জন। গত এক বছর ধরে চলছে এই অচলাবস্থা। ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ডাকতে এবং মিড ডে মিলের খিচুরি বিতরণ করতেই সময় চলে যায়। এর ফলে পঠন-পাঠন শিকেয় উঠেছে। পড়াশুনা নয়—ছাত্র-ছাত্রীরা যেন (শেষ পৃষ্ঠায়)

গামীর নদীতে সন্ধান মিললো নিখোঁজ যুবতীর মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থানার বেলখড়িয়া গ্রামের নিখোঁজ কুমলা খাতুনের (২৪) মৃতদেহ জেলেদের জালে উদ্ধার হয় গত ৬ জুলাই। খবরে প্রকাশ, ৫ জুলাই রাত থেকে মেয়েটির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। মা বিচা বিবি মেয়ের খোঁজ না পেয়ে সাগরদীঘি থানায় ডাইরি করেন। তিনি জানান, গ্রামের তসলিম সেখের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে হয়। কিন্তু এই বিয়ে স্থায়ী হয় নি। ঘটনার দিন রাতে কিছু দুষ্কৃতি তার মেয়েকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে গিয়ে মাঠের মধ্যে খুন করেছে বলে বিচা বিবি জানান। (শেষ পৃষ্ঠায়)

লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী গৌরীশঙ্কর দাস (৮২) গত ১৭ জুলাই তাঁর রঘুনাথগঞ্জ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গৌরীবাবু নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সম্পাদক ছাড়া অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এক সময় যুক্ত ছিলেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা শ্রাবণ, বুধবার, ১৪১২ সাল।

একটু মাছ-একটু দুধ

দ্রব্যমূল্য আজ এমন স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সাধারণ মানুষ একান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। প্রধান খাদ্য চাল ও গম এতদিন শিরঃপীড়ার কারণ হইয়াছিল, তখনও কি ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, উদরপূর্তির জন্য শাক আনাচপত্র ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইবে? থলি হাতে বাজারে প্রবেশ করিয়া সমস্যার সম্মুখে পড়েন নাই, বর্তমানে বোধ করি, এমন কেহ নাই। মাছ, মাংস, দুধ—ইহা যে স্বপ্ন! তরিতরকারী কুলীন, অকুলীন যাহাই হউক, অগ্নিমূল্য। দরে যেমন সব কিছু বিস্বাদ লাগিতেছে, রাসায়নিক সার প্রযুক্ত জিনিস তাহাদের প্রকৃত সুস্বাদ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আলুর সুঘ্রাণ নাই, পালং শাক স্ফীত কলেবর হইলেও রসনাই সে আবেদন আনিতে পারে না। মাছ, মাংস ও দুধ ত বেশীর ভাগ বাড়ি হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। অভিজাত মাছ আশি টাকা হইতে একশত কুড়ি টাকা কিলো দরের নিচে নামিতে চাহে না। বেশির ভাগ মানুষই মাছের বাজারে প্রবেশ করেন দুরু দুরু বক্ষে। ভাবেন হয়ত আজ মাছের ফড়িয়ারূপী ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেন। সন্তানদের মুখে একটু মাছের টুকরা হয়ত দিতে পারিবেন। কিন্তু সাহস হয় না দর জানিবার। ফড়িয়ারাও মানুষ চিনে। রামা-শ্যামার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। কাঞ্চন কুলীনদের তাঁহারা চিনেন। তাঁহাদের দৃষ্টি অন্যত্র। দুধের বেশাতি যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা জানেন যে, শুভ্র তরল পদার্থকে দুধ বলিলেই গ্রাহক তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য। সে দুধের মধ্যে শতকরা কত ভাগ জল আর কত ভাগ পাউডার মিল্ক আছে, গ্রাহকের তাহা জানিবার স্পর্ধা নাই। পুষ্টিকারিতা সে তরলের কতটুকু আছে, আধুনিক শিশু-অপুষ্টি তাহার প্রমাণ।

কাজেই এখনকার যুগধর্ম, যেমন করিয়া হউক উদরপূর্তি করিতে হইবে। পুষ্টির প্রশ্ন, স্বাদের প্রশ্ন, দরের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। কিন্তু সরকারী প্রচার যন্ত্র টিভি বা রেডিও খুলিলেই শুনিতে পাওয়া যাইবে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যমান স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হইয়াছে। সরকারী প্রচেষ্টায় ভোজ্য তৈল বা অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মূল্য গত বৎসরের তুলনায় কমই বলা চলে। সাধারণ মানুষ কিন্তু বাজারে যাইয়া তাহার বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করিতেছেন। সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যই অগ্নিমূল্য। সাধারণ গৃহস্থরা শিশুদের মুখে এক টুকরা মাছ বা ছোট এক বাটি দুধও তুলিয়া দিতে পরিতেছেন না।

সাঁওতাল বিদ্রোহের দেড়শ' বছর ঃ ফিরে দেখা

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' গল্প থেকে আদিবাসী গোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থান এবং তাদের সংগ্রামী জীবনের কিছু তথ্য আমরা জেনেছি। তিনি ইতিহাস লেখেননি সত্য তবে গল্পের অবয়বে এক সময় ঘটে যাওয়া সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহের একশো পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো এ বছর ৩০ জুন। তার সূচনা হয়েছিল ১৮৫৫ সালে। আট মাস ছিল তার আয়ুষ্কাল। কিন্তু কেনই বা বিদ্রোহ? আদিবাসী সাঁওতালেরা তো অরণ্য সন্তান, নিরীহ শান্তিপ্রিয়। স্বভাব ধর্মে নয় হঠকারী। পরিশ্রমী মেহনতি বরং। রাজমহলের পাহাড়ের নিচে এক বিস্তৃত জঙ্গল মহলে জুড়ে ছিল তাদের আশ্রয়, আস্তানা আধিপত্য। তার বিস্তার ছিল ১৩৬৬'০১ বর্গমাইল আর এর এলাকাভুক্ত ছিল ভাগলপুর, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু অংশ। এখানে যেমন জঙ্গল আছে তেমনি আছে প্রস্তরভূমি। তাদের ভাষায় এ অঞ্চলের নাম 'দামিন-ই-কো' যার অর্থ হচ্ছে পাহাড়ের ওড়না। শোনা যায় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তারা এখানে এসে বসতি করে। জীবন ও জীবিকার জন্য তাদেরকে করতে হয়েছিল কঠোর মেহনত। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে করতে হয় দুর্ধর্ষ লড়াই। ঊষর জমিকে তারা করে তুলেছিল শস্য শ্যামলা। তারপর কোম্পানীর আমলে তাদের নিরুপদ্রব জীবনে এলো অশান্তির ঘূর্ণাবর্ত। দামিন-ই-কো'তে এলো মহাজনের দল এবং অন্যান্যরা, শুরু হলো মহাজনী ব্যবসা—ব্যবসার নামে চলতে লাগলো তাদের উপর প্রবঞ্চনা, শোষণ এবং অত্যাচার। মহাজনী ব্যাপারীদের মধ্যে ছিল দুর্নীতি—যত ফসলই তাদের গোলায় তুলে দেওয়া হোক না কেন তাদের দেনা মিটতো না। "লাল কাপড়ে বাঁধা খাতা বগলে দেকোরা ঢোকে, যত দেনা তার বহুগুণ বেশি তাতে পাওনা, সুদের সুদ, তস্য সুদ, দেনা তাই আর শোধ হয় না। (বিনয় ঘোষ)। মহাজনদের সহায়ক গোষ্ঠীতে ছিল স্থানীয় থানার দারোগা, জমিদার, নীলকর সাহেবরা, রেল কন্ট্রাক্টররা—এরা সকলেই ব্রিটিশ সরকারের বশংবদ। নিরক্ষর সাঁওতাল গোষ্ঠীর উপর চালাতো তারা তাদের অত্যাচারের যৌথ প্রয়াস। শোনা যায় আদালতের আমলারাও ছিল তাদের জোটসঙ্গী। গড়ে তুলেছিল তারা বিভীষিকা। রামপুরহাট অঞ্চলে রেলপথ বসানোর কাজ শুরু হয় এ সময়। সাহেব কন্ট্রাক্টারেরা সাঁওতাল পল্লীতে গিয়ে হানা দিত, তাদের সর্বস্ব লুটপাট করতো, তার সঙ্গে চালাতো নারী নির্যাতন।

এই সীমাহীন শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার শান্ত নিরীহ মানুষদের জীবনে জ্বালিয়ে তুলেছিল বিক্ষোভের বিস্ফোরণ, বিদ্রোহের অগ্নিশিখা। এই বিস্ফোরণের পেছনে ছিল দীর্ঘ দিনের প্রেক্ষিত—যার ভাঁজে ভাঁজে জড়ানো আছে অত্যাচারিত জীবনের দিনলিপি। তাই তারা গড়ে তুলেছিল সংগ্রামী প্রতিরোধ। শোষণ ও বঞ্চনা মুক্তির আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণা তাদেরকে করে তুলেছিল উৎসাহিত। সমস্ত সাঁওতাল সমাজের কাছে তারা পাঠিয়ে দিল তাদের ডাক—সেই ডাক হলো 'হুল' যার অর্থ হলো বিদ্রোহ। চার সহোদর—সিধো-কানু-চাঁদ-ভৈরো দিয়েছিল সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব। সমাবেশ হয়েছিল ভগনাডিহি গ্রামে। যোগ দিয়েছিল দশ হাজারের মতো মানুষ। দিনটি হলো ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন। এ বছর তারই দেড়শো বছর পূর্তি। তারা মুখোমুখি হয়েছিল তীর ধনুক, কুঠার নিয়ে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে। যদিও ছিল অসম লড়াই। ইতিবৃত্তে এ এক স্মরণীয় অধ্যায়। এ হুলের ডাকের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল পরবর্তী সময়ে নীল চাষীদের বিদ্রোহে, মারাঠা কৃষক অভ্যুত্থানে, পাবনা-বগুড়ার বিদ্রোহের মধ্যে। গণসংগ্রামের ইতিহাসে ১৮৫৫-র সাঁওতাল বিদ্রোহ এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ আর্থ-সামাজিক শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অধিকার রক্ষার লড়াই ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ।

তথ্যসূত্র ঃ 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ১৪০২

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সব রকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ০৩৪৮৩/২৬৬২২৮

বিভ্রাটকারী বৈয়াকরণ পবিত্রবাবু

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানযন্ত্র বা 'তুলাদন্ড' সমতা বিচারের আঙ্গিকে 'ধ্রুবক'। সেইরূপ ব্যাকরণ বলিতে ভাষার নিয়ম কানুনের ধ্রুবক ধরা হয়। পানিনি পড়ুন বা 'নেসফিল্ড' পড়ুন সর্বত্রই আইন প্রযোজ্য। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা নিজের নাম ও কাম (টাকা কামানো) উভয়ের জন্য বর্তমানে সব ভাঙ্গছেন। আইন ভাঙ্গতে পারেন যে লোক সে লোক উদাহরণে গ্রামার বা ব্যাকরণে ঢেঁকি ভেঙ্গেছেন এ আর বড় কথা কি ? ডঃ না হওয়াকালীন অবস্থায় তার সুযোগ নিয়ে রিডার পদে উন্নীত হওয়ার পরে ডঃ পাওয়া এতো নতুন ব্যাকরণ। তিনি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ব্যবস্থা চালু করে দেখালেন। সম্প্রতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ ও ভাষাবিদ্‌ এবং পশ্চিমবঙ্গের সব কমিটিতেই সভাপতি হওয়া পবিত্র সরকার মাধ্যমিক স্তরে একটি নতুন ব্যাকরণ বই লিখে নয়নের মনি থেকে বাম শিক্ষা মন্ত্রীদের চোখের বিষ হয়েছেন। কারণ ব্যাকরণ বইটিতে 'ঠুঁটো জগন্নাথ' বলতে মন্ত্রীদের এবং রাঘব বোয়াল বলতে বিক্রয় কর আধিকারিকের উল্লেখ করেছেন। এতেই শিক্ষা মন্ত্রীর ও বাম কর্তাদের আপত্তি। শিশুদের নিষ্পাপ শৈশবে ব্যাকরণ মাধ্যমে "নঞর্থক" ধারণা তৈরী করার বিরুদ্ধে শিক্ষক সমিতির আপত্তি। আপত্তি কার কোথায় সরকারের, শিক্ষক সমিতির, সে কথায় নাই বা গেলাম। কিন্তু আপত্তি হলো ব্যাকরণে রাজনীতি ও ব্যবসা সংক্রান্ত কমার্শিয়াল ট্যাক্সের উদাহরণ এই প্রজন্মের জন্য রেখে যাবেন 'এ সব বুদ্ধিজীবীরা'। এঁরা ছাত্রদের ভাল করে পড়ুয়া তৈরী করতে না পারলেও যেটা পারলেন তা হলো শিক্ষার বাতায়নে দুর্নীতি ও রাজনীতি ঢুকিয়ে দিয়ে তৈরী হওয়ার আগে সুযোগ খোঁজার উপযোগী প্রজন্ম তৈরী করা। এ ব্যাকরণে ধারা ভাঙ্গেনি, আইন ভাঙ্গেনি শুধুমাত্র ভেঙ্গেছে নিয়ম। পবিত্রবাবুর গ্রামারে "এই সব লোকেরা বা ছাত্রেরা ইত্যাদিরা" লেখা হয়েছে। আগামী দিনের শিক্ষকরা They has লিখলেও ভুল হবে না, কি বলুন ? এই সব ছাত্রেরা বহুবচন এরপরও ইত্যাদিরা। এর প্রয়োজন আছে কারণ রুশোর জেনারেল রুলস-এর সময় যেমন গোষ্ঠীবাদের প্রয়োজন ছিল, এখন তেমনি কান্ডজ্ঞানহীন হ্যাঁ দেওয়া ভোটার সমর্থক বা Brutal Mojority-র প্রয়োজন উপলব্ধির রাজ্য হল পশ্চিমবঙ্গ। ফলে কান্ডজ্ঞানহীন বৈয়াকরণের প্রভাবে ই-কার ঈ-কারের ভেদ গেল, ভেদ গেল গুরু শিষ্যের। শিক্ষার গ্রামার যে কামিয়ে নেওয়া তার নাম যে দাঁড়িয়ে যাওয়া তা এ ধরনের গ্রামারের অন্তর্ভুক্ত। এরজন্য মায় মিড়িয়া থেকে শিক্ষাবিদ কেউ বাদ নেই। নেচার, প্রচার এখন মাখামাখি। এরপর পবিত্রবাবু লিখবেন "আমার দেহখানি তুলে ধর, দেবালয়ের প্রদীপ কর"। এর মর্মার্থ হল যেমন করে হোক রাম বন্দনা বা বাম বন্দনা করে নিজেকেই বিদ্যা মন্দিরের প্রাদ প্রদীপের আলোয় নিয়ে এস। যেমন তিনিই "তোমার তুলনা তুমিই গো"। এ উদাহরণ স্বচ্ছন্দে চলতে পারে নাকি ? শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ প্রথম থেকে ১৪ এর পরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে। এতদিনে গ্রেডেশনে বিশ্বাস করছে শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ফার্স্ট ক্লাস তুলে দিয়ে গ্রেড দেওয়া মেনে নিচ্ছে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে। তিনি লিখেছেন 'মন্ত্রী'—'মনু-তরী'। কথাটা খুবই ঠিক গ্রামারসম্মত। মন মানে জনগণের মন তোরই (মন্ত্রীদের)। অর্থাৎ জনগণের মতামত আর যে নেই। সবই এখন দালাল আর দলের এটা আর একবার প্রমাণ করলেন বৈয়াকরণ পবিত্রবাবু।

জেলা শিশু স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১০ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিকস এবং ইউনিসেফের মিলিত উদ্যোগে জেলা সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসনে ছিলেন ডাঃ দেবজ্যোতি বর্মণ রায়। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণে শিশু ডায়েরিয়া, পালস্‌ পোলিওর মতো মারাত্মক ব্যাধির বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য চেতনা প্রয়োজন বলে জানান। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন—এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে পোলিও রোগাক্রান্ত শিশুর খবর নাই। শিশু রোগ নিরাময়ে মাতৃস্তন্য পানের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে তা তাঁদের বক্তব্যে উঠে এসেছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তার মধ্যে ছিলেন পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, আমাদের অঞ্চলে গ্রামের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবের মূল কারণ দারিদ্র্য, কুসংস্কার এবং শিক্ষাহীনতা। ডাঃ সুকুমার সরকার তাঁর বক্তব্যে, গ্রামাঞ্চলে আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল বসানো হলেও প্রায় টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে থাকার অভিযোগ আনেন। ডাঃ এস. এস দাস নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার দূরীকরণে গ্রামের ধর্মগুরু, মৌলভী এবং শিক্ষিত মানুষদেরই এলাকাভিত্তিক ওয়ার্ড সভা করার পরামর্শ দেন। গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার শিবির গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাও বক্তাদের বক্তব্যে গুরুত্ব পায়। মুর্শিদাবাদ জেলা আই, এ, পির যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ মনোরঞ্জন চৌধুরী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। ঐ দিন সকালের দিকে জামুয়ার জুনিয়র হাই স্কুলেও এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

ক্লাস শুরু হয়ে গেলেও বই আসেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নতুন সেসনে পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস সব স্কুলে পুরো দমে শুরু হয়ে গেছে। অথচ সিলেবাস পরিবর্তন হওয়ায় সরকারী বই কোন স্কুলেই আসেনি। ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চ বিদ্যালয়ের চৌকাঠ চির নতুনদের ক্ষেত্রে আধ খোলা। অনেক স্কুলে পুরোনো সিলেবাস অনুসরণ করে পড়ানো হচ্ছে। বছর বছর সিলেবাস পালটায়। অধিকর্তার চেয়ার পালটায়। শিশুদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উদার ও আন্তরিক মাত্রা পাল্টে দেয়ার সরকারী নিয়ম নীতির সিলেবাস পালটায় না কেন ? অন্য জেলাতে বই এলেও মুর্শিদাবাদ রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হওয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুরা রাজনীতির শিকার হচ্ছে। গত সপ্তাহে কিছু কিছু বই অনেক বিদ্যালয়ে এসে পৌঁচেছে বলে জানা যায়।

নাজিরবাবুর সঙ্গে আর এক কর্মীর মল্লযুদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৫ জুলাই, জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের চেম্বারের পাশের ঘর "ইলেকশন সেকশনে" দুই সিনিয়ার কর্মচারীর মধ্যে হাতাহাতি হয়ে গেল। একদিকে নাজির অশোক দাস অন্যদিকে ইলেকশন সেকসনের কর্মী আশিস ব্যানার্জী। অফিস চলাকালীন চড় চাপাটি উভয়ে হজম করে হিতাকাঙ্খীদের চাপে শেষে একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ দের হস্তক্ষেপে ঘটনাটা চাপা দেয়া হয়। জানা যায়, নাজিরবাবু দপ্তরের কর্মীদের না জানিয়ে প্রায় তাঁদের চেয়ার বা অন্যান্য আসবাবপত্র মেরামতে পাঠিয়ে দেন। সে দিনও নাকি চেয়ার মেরামত নিয়েই ঘটনার সূত্রপাত।

যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির পলসা পল্লী উন্নয়ন সমিতি কেয়ার ভারত এর সহযোগিতায় সম্প্রতি সাগরদীঘি গ্রামীণ হাসপাতালে সকলের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য এক সভার আয়োজন করেন। সেখানে যক্ষা রোগ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা হয়। ফিল্ড এডুকেশন কর্মী মোঃ সাহিদুল হক তাঁদের কর্ম-ধারার বর্ণনা দেন। প্রোজেক্ট কোর্ডিনেটার মহঃ সামশুজ্জোহা কেয়ার ভারত এর পরিকল্পনা সার্থক করতে আহ্বান জানান।

পুত্র কোলে ফরাক্কা ব্রীজ থেকে আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভরা বর্ষায় ফরাক্কা ব্রীজের ওপর থেকে ৪০ উর্ধ্ব বৃন্দাদেবী নামে এক মহিলা কোলে পাঁচ বছরের বাচচা নিয়ে আজ ২০ জুলাই সকাল ৮-৩০ নাগাদ ঝাঁপ দেন। ভোর সকালে সি, আই, এস, এফ বৃন্দাদেবীকে উদ্ধার করতে পারলেও শিশু পুত্রটি তলিয়ে যায়। বৃন্দাদেবী নেপালের বাসিন্দা। তাঁর অসংলগ্ন কথাবার্তায় তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন বলে পুলিশের ধারণা। সি, আই, এস, এফ এখনও তল্লাশি চালাচ্ছে শিশু পুত্রের।

ছাত্রকে দিয়ে কেস (১ম পৃষ্ঠার পর)

সার্ভিসবুকে এস আই নোট দেন। এই পরিস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বোখারা হাই স্কুল থেকে অন্যত্র যোগ দেন। সহ-প্রধান শিক্ষক খাইরুল আমিন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিলেও তিনি ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও সহ-শিক্ষকদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে ব্যর্থ হন। বুকলিস্টের সিলেকশন করা বই বাবদ দোকানদারদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ কি ভাবে খরচ করা হবে এই নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। শেষে খাইরুল আমিন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এই অবস্থায় কোন শিক্ষক প্রধানের দায়িত্ব নিতে চান না। শেষে কমিটির চাপে মোফাক্কার হোসেন নামে এই শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে বসানো হয়েছে। পূর্বতন কমিটির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ। গত সেপ্টেম্বর '০৪-এ স্কুল নির্বাচন হয়ে গেলেও ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত পুরোনো কমিটির সম্পাদক আবদুস সামাদ ছড়ি ঘোড়ান। পুরোনো কমিটির বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির খবর পাওয়া যায়—ঘর তৈরী, পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন, তপশিলী ছাত্র-ছাত্রীদের কোটার টাকা নয়ছয়, বাইরের ছাত্র-ছাত্রীদের মোটা টাকার বিনিময়ে ভর্তি করা। পয়সা নিয়ে অক্ষর জ্ঞানহীন যুবকদের অষ্টম শ্রেণী পাসের সার্টিফিকেট দেয়া, পরীক্ষার সময় বাইরের ছাত্র-ছাত্রীদের নানাভাবে সুযোগ করে দেয়া, গণ টোকাটুকিতে সাহায্য ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদিতে কয়েকজন শিক্ষক প্রতিবাদ করলে তাঁদের বাইরের লোক দিয়ে শাসানো হয়। শান্তি কমিটি তৈরী করে স্কুলে অশান্তি জিইয়ে রাখা হয়েছে বলে গ্রামের কেউ কেউ মন্তব্য করেন।

বিদ্যালয়ে দু' জন শিক্ষক (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যালয়ে আসে খিচুড়ি খেতেই। খাওয়ার আনন্দেই পড়াশুনা লোপাট। দু' জন শিক্ষকের পড়ানোর মানসিকতা থাকলেও কিছুই করতে পারেন না তাঁরা। এর মধ্যে আবার আগামী ৪ আগষ্ট '০৫ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আসরাফুল হক অবসর নিচ্ছেন। এরপর স্কুলটি হয়ে উঠবে এক শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুল। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ৩১ জুলাই ২০০৫ পর্যন্ত ভর্তি চলবে। অর্থাৎ ছাত্র আরো বাড়বে আর শিক্ষক আরো কমবে। এই ভয়াবহ অবস্থায় এখনো ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আসরাফুল হক চাতক পাখির মতো অপেক্ষায় থাকেন যদি আগামী নিয়োগের সময় দু' একজন শিক্ষক পান সেই আশায়।

যুবতীর মৃতদেহ (১ম পৃষ্ঠার পর)

তেলাঙ্গল গ্রামের পাশে বয়ে যাওয়া গামীর নদীতে জেলেরা মাছ ধরার সময় কুমলা খাতুন এর মৃতদেহ জালে উঠে আসে। সংবাদ লেখা পর্যন্ত কাউকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। মেয়েটি অন্য পুরুষের সঙ্গে লিপ্ত থাকার জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে বলে খবর।

জনবহুল এলাকা থেকে ৮০,০০০ ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৯ জুলাই রাত ৯-৩০ নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ পুরোনো বয়েজ হাই স্কুলের সামনে থেকে ৮০ হাজার টাকা ছিনতাই হয়। জানা যায়, স্থানীয় ব্যবসায়ী দুলিচাঁদ আগরওয়ালা এন্ড সন্সের কর্মচারী নিরঞ্জন হালদার জঙ্গিপুরের সম্মতিনগর থেকে প্রায় ৯০ হাজার টাকা কালেকসন করে নিয়ে ঐ দিন রাতে ফিরছিলেন। কাপড়ের ব্যাগে ৮০ হাজার টাকা ছিল। রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ স্কুলের পুরোনো বিল্ডিং এর কাছে একজন যুবক নিরঞ্জনের মাথায় রিভলবার ধরে ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মোটর সাইকেলে উধাও হয়ে যায় বালিঘাটার দিকে। এরা তিনজন ছিল। পুলিশ খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বালিঘাটা এলাকায় হানা দেয়। সংবাদ লেখা পর্যন্ত ছিনতাইকারীদের কোন কিনারা করতে পারেনি পুলিশ।

ফঃ ব্লক নেতার গরীব দরদীর নমুনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : আপনারা কি জানেন—স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো রিক্সা চালক নিয়ম ভেঙে গৌতম রুদ্রের স্ত্রী উপ-পৌরমাতা মনীষা রুদ্রকে নিয়ে যেতে আপত্তি করার জন্য পরদিন সকালে সদরঘাটে গৌতমের নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। বয়স্ক রিক্সা চালককে মারধোর করে বীরত্ব দেখান ফঃ ব্লক নেতা। আপনারা কি জানেন—টিউবওয়েল মিস্ত্রীকে হরিজন পল্লীর টিউবওয়েল সরঞ্জাম ও ওয়ার্ক অর্ডার ধরিয়ে দিয়ে. আমবাগান কলোনীর জনৈক রাজেন হালদারের বাড়ীর বেশ কয়েকটা ভোট পাবার লোভে ঐ টিউবওয়েল রাজেনের বাড়ীর সামনে বসিয়ে দেবার জন্য কল মিস্ত্রীকে চাপ দেন গৌতম। কল মিস্ত্রী এতে রাজী না হওয়ায় তাকে বেধড়ক মারধোর শুরু করেন গরীব দরদী নীতিবাগীশ নেতা। মারধোর দেখে শেষে রাজেন হালদার বিচলিত হয়ে হাতজোড় করে তাঁর বাড়ীর সামনে কল বসাতে আপত্তি জানান। জনদরদী নেতার এই ধরনের কর্ম কীর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বহু জায়গায়। আপনারা কি জানেন ২০০০ সালের বন্যায়.........

বিদ্যালয় নির্মাণ চলছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

এ কাজের ঠিকাদার। কোন টেন্ডারও হয়নি। অসীম সাহা নাকি ঐ টাকা ৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর শৈলেন মুখার্জীর নির্দেশে দফায়-দফায় জব্বার সেখকে দেন বলে প্রধান শিক্ষক অসীম সাহা জানান। রঘুনাথগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতির ইঞ্জিনীয়ার ইনচার্জ প্রশান্ত চক্রবর্তীর বক্তব্য, কোন দিনই কাজের কোন হিসাব হয়নি। কি মাপের ঘর হচ্ছে, কি ভাগে মশলা দেয়া হচ্ছে, কত নম্বর ইঁটে কাজ হচ্ছে তার কোন হিসেব হয়নি। মাঝে মাঝে আমি দেখি, চলে যায়। এ ব্যাপারে আমাদের বলার কিছুই নাই। এ প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অসীম সাহার বক্তব্য, 'আমাকে টাকা দিতে বলেছেন আমি দিয়ে দিয়েছি, কোন হিসেব আমাকে দেননি। কয়েকদিন আগে ঠিকাদার বল্লেন কাজ বন্ধ হয়ে যাবে টাকা নাই। আমি গিয়ে ঐ কথা নরেনবাবুকে বললে আরও দেড় লাখ টাকা এসেছে জানতে পারি। এ প্রসঙ্গে পুরপতির বক্তব্য, ওয়ার্ডভিত্তিক কোন স্কুল তৈরী হয় না। স্কুল গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব এস, আই অব স্কুলস্ এবং ডি পি ই পির। কে ঠিকাদারী কাজ পাবে, কি মানের কাজ হবে, জায়গা নির্ধারণ সব কিছুর দায়িত্ব ওদের। এখন জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর সকলেই সতর্ক হওয়ার চেষ্টা করছেন। বেসামাল প্রধান শিক্ষক নিজের অবস্থা বুঝে সকলের সাহায্য চাইছেন। এমন কি বর্তমান কাউন্সিলরকে বলেছেন আপনারা ছাদ ঢালাইয়ের দিন উপস্থিত থেকে কাজ দেখে নেবেন। জনসাধারণের দাবী উচ্চ পর্য্যায়ের তদন্ত হোক। সরকারী অর্থ অপব্যবহারের জন্য যারা দায়ী তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা হোক। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিশুদের এই বিদ্যালয় তাড়াহুড়ো নির্মাণে যাদের উৎসাহ তার প্রকৃত রহস্য উন্মোচন হোক।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।